মাসিক ওহাইও সংবাদ পত্রিকার প্রকাশনা উৎসব

ওহাইও নিউজ

ওহাইও থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা পত্রিকা মাসিক ওহাইও সংবাদ পত্রিকার প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কলম্বাসের একটি কনফারেন্স রুমে ওহাইও সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক লিটন কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় প্রকাশনা উৎসব। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. সুলতানা নুরুন নাহার ডিপার্টমেন্ট অফ এস্ট্রনোমি ওহাইও স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা যথেষ্ট মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও সঠিক গাইড লাইনের অভাবে উচ্চ শিক্ষায় কাঙ্খিত সফলতা লাভ করতে পারছে না। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন ওহাইও সংবাদ পত্রিকা এ বিরাট ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশী কমিউনিটির ছেলে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় কাঙ্খিত সফলতা শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করার জন্য ওহাইও সংবাদ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান। তিনি বাংলাদেশী কমিউনিটির ছেলে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য যে কোন ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। বিশেষ অতিথি কথাসাহিত্যিক রাশিদা কামাল তার বক্তব্যে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন ওহাইওতে বিপুল সংখ্যক বাংলা ভাষাবাষি মানুষ দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করলেও এতদিন একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশ না হওয়ার জন্য হতাশা ব্যক্ত করেন। তিনি আশা করেন বাংলাদেশী দ্বিতীয় প্রজন্মের সন্তানদের নিকট বাংলা ভাষাকে পরিচিত করার ক্ষেত্রে ওহাইও সংবাদ পত্রিকা অবদান রাখবে। এছাড়া বিশেষ অতিথি কমিউনিটির প্রবীণ ব্যক্তিত্ব ও সমাজ সেবক মোফাখারুল ইসলাম বলেন, ৩৫ বছর ওহাইও তে বসবাস করলেও এতদিন কেউ বাংলা ভাষায় পত্রিকা প্রকাশের সাহস ও প্রয়োজন অনুভব করেনি। তিনি বলেন, আমেরিকার বুকে বাংলা ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ করা একটি দু:সাহসী কাজ। ওহাইও সংবাদ কর্তৃপক্ষকে ওহাইও বুকে বাংলা ভাষাকে পরিচিত করানোর জন্য বাংলাদেশী কমিউনিটির পক্ষ থেকে

প্রকাশনা উৎসবে প্রধান অতিথি অধ্যাপক ড. সুলতানা নুরুন নাহারের হাতে পত্রিকা তুলে দেন সম্পাদক লিটন কবীর

আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান। আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত গ্রামীণ সমাজ কল্যাণ সংস্থা লালমাই কুমিল্লার প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল খালেক বলেন, ওহাইও সংবাদ পত্রিকার মাধ্যমে ওহাইওতে বসবাসরত বাংলাদেশী কমিউনিটির পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরী হবে এবং কমিউনিটির সকল সংবাদ নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিবেশন করবে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশান ওহাইও শাখার পক্ষে সারওয়ার খান তার বক্তব্যে বলেন, ভাষার অন্যতম বাহন হচ্ছে পত্রিকা। উক্ত ভাষার সাথে পরিচিত হবে এবং অনুশীলন করার সুযোগ তৈরী হবে। তিনি ওহাইওতে সর্ব প্রথম বাংলা ভাষায় পত্রিকা করার সময় উপযোগী সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং উপস্থিত সকলকে পত্রিকা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার আহবান জানান।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্যে ওহাইও সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক লিটন কবীর প্রকাশনা উৎসবে উপস্থিত হওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। পত্রিকা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সকলের নিকট সহযোগিতা কামনা করেন। বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের কর্ণধার সৈয়দ মনোয়ার ওহাইও সংবাদ পত্রিকার প্রকাশের ক্ষেত্রে সকল ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। পারফেক্ট ট্যাক্স একাউন্টিং এর কর্ণধার রবিউল ইসলাম সিপিএ ওহাইও সংবাদ পত্রিকার সাফল্য কামনা করেন। প্রকাশনা উৎসবে বাংলাদেশী কমিউনিটির বিশিষ্টজনের মধ্যে থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন লেখক কবি ও কলামিষ্ট হাক্কানী আফরোজা রত্ন, তোহা, ডা. হোসনে আরা শাহীনদা (মুন্নী), ফেরদৌস পারভেজ পরশ, ইমরান আহমেদ বাবু, সুলতানা খাইরুন নাহার, সুলতানা লুৎফুন্নাহার, সাইফ আলী খান, মাহবুবা ইয়াসমিন, লিয়াকত হোসেন, আফতাব উদ্দীন, জয়নাল আবেদিন, মুরসালিন, বাংলাদেশ এসোসিয়েশান অফ সেন্ট্রাল ওহাইও সভাপতি ফয়সাল আরাফাত, বাকোর সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও ওহাইও সংবাদের প্রকাশক তানিয়া সিদ্দীক প্রিয়া, কার্যকরী সদস্য ইয়াসিন আহমেদ, আরো উপস্থিত ছিলেন রুমেনা সুলতানা, আসিফ ইকবাল, তৌহিদ সোহেল, তারেক মনোয়ার, তারেক রহমান খান, ইসফাকুল ইসলাম, মোহাম্মদ মাহমুদুজ্জামান লিমন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ওহাইও সংবাদ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক মাহবুবুর রহমান।

বাংলাদেশকে আরো ১ কোটি করোনা টিকা দিলো যুক্তরাষ্ট্র

ওহাইও নিউজ

বাংলাদেশকে ফাইজারের তৈরি আরও ১ কোটি ডোজ করোনার টিকা পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। পাঁচ বছরের বেশি বয়সী শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের টিকাদান কর্মসূচি এগিয়ে নিতে এই টিকা সহায়ক হবে। গত ২৩ আগস্ট ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়।

দূতাবাস বলছে, নতুন এই এক কোটি ফাইজারের টিকাসহ বাংলাদেশকে এ পর্যন্ত সাড়ে আট কোটির বেশি ডোজ টিকা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কোভিড মহামারী রুখতে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সহায়তার আওতায় যে পরিমাণ টিকা পেয়েছে, তার দুই-তৃতীয়াংশের বেশি এসেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে।

যুক্তরাষ্ট্র মহামারী মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে জানিয়ে সেখানে বলা হয়, ইতোমধ্যে দেশের ৬৪ জেলায় ৫১ হাজারের বেশি স্বাস্থ্যকর্মী টিকা দেওয়ার প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

এছাড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সঠিক নিয়ম মেনে কোভিড-১৯ টিকা সংরক্ষণে সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি দেশজুড়ে টিকা পরিবহনের জন্য ১৮টি ফ্রিজার ভ্যান, সাড়ে সাতশটি ফ্রিজার ইউনিট এবং ৮ হাজার টিকা বহনের বাক্সও দেওয়া হয়েছে।

দূতাবাসের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, টিকা অনুদান এবং টিকা বিষয় সহায়তা ছাড়াও কোভিড-১৯ মোবাকিলায় আরও এক হাজার ৪০০ কোটি টাকার বেশি অনুদান বাংলাদেশ পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে।

টিকার শীতকালীন মজুদ, পরিবহন ও নিরাপদ ব্যবহারে সহায়তা হিসেবে বিশ্বব্যাপী টিকা সরবরাহের আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম-কোভ্যাক্স কার্যক্রমে যুক্তরাষ্ট্র ৪০০ কোটি ডলার অনুদান দিয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

এই সহায়তার মাধ্যমে কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা আরও উন্নত হয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ টিকা নেওয়ার ন্যায়সঙ্গত সুযোগ তৈরিতে বৃহত্তম দাতা দেশের মর্যাদা লাভ করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

রহিমার ভালোবাসায় যশোরে হাসপাতাল